শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া

মে ২০০৯ | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

প্রণাম,

বরোদা সহ দেশের সব কেন্দ্রে প্রিয়তম বাবুজীর জন্মশতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপিত হল । বলা বাহুল্য, এই উৎসব নিঃসন্দেহে অভ্যাসীদের আধ্যাত্মিক পিপাসা চরিতার্থ করতে সক্ষম হয়েছে । "Whispers from the Brighter World - A Second Revelation" প্রকাশনা নিঃসন্দেহে গুরুদেবের এক নতুন উপহার । এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ, তথা অভূতপূর্ব জ্ঞান সম্ভার যা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে আমাদের জীবনে লীন হয়ে যেতে পারে । এবারের সংখ্যা গুরুদেবের দেশব্যাপী ভ্রমণের তথ্যে পরিপূর্ণ । এ ছাড়া নানান প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, মুক্ত আলোচনাচক্র, VBSE অনুষ্ঠানের বিশদ সংবাদ এতে রয়েছে । জ্যোতির্বিন্দু –তে এবারে স্থান পেয়েছে – রায়চুর আশ্রম । জুলাই ২০০৯ সংখ্যার জন্য লেখা ও সংবাদ পাঠানোর শেষ তারিখ ১৫ই জুন ২০০৯। ফটো–সমৃলিত লেখা ও সংবাদ নিজ নিজ কেন্দ্রের ZIC–র মাধ্যমে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।

শ্রদ্ধান্তে,

সম্পাদক মন্ডলী ।

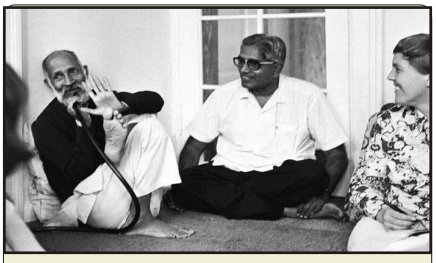

বিশ্বজনীন প্রার্থনা

"মিশনের অনেক অভ্যাসী রাত ন টার প্রার্থনা নিয়মিত করা থেকে বিরত থাকছে । এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কোনমতেই অবহেলা করা উচিত নয় । এর মাধ্যমে মহাজাগতিক কম্পনের স্তরে অভ্যাসীদের হৃদয় অন্য সব হৃদয়ের সঙ্গে এক মিলন বিন্দুতে মিলিত হয়ে এক সুক্ষ্মাতিতম বন্ধন গড়ে তোলে । তাই এই প্রয়াস অবহেলা করা উচিত নয় । একি খুব বেশী চাওয়া হয়ে যাচ্ছে ? এ ব্যাপারে প্রত্যেকের অবশ্যই অবগত হওয়া শ্রেয় । স্বল্প সময়ের আত্মিক প্রয়াস ও চিন্তারাজীকে একই সূত্রে আনার প্রচেষ্টা আমাদের মিশনের ক্ষেত্রে যারপরনাই সেবার পরিচয় বহন করতে পারে । অর্থাৎ আমাদের ভাইবোনেরা তাদের গুরুদেবকে অনুসরণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । সকলের মঙ্গলের জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব তা স্মরণে রাখুক এই কামনা করি"।

– বাবুজী মহারাজ ।

গুরুদেবের সফর

কোলকাতা

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তর ভারতের ব্যস্ততম সফর শেষ করে গুরুদেব ইন্দোর থেকে মুম্বাই হয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী কোলকাতা পৌঁছান । গুরুদেবকে বেশ পরিশ্রান্ত ও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল । তাই তিনি ভ্রাঃ অজয় ভট্টরের বাড়ী 'ডিভাইন ব্লিস্'–এ বিশ্রাম গ্রহণ করেন । পরদিন দীর্ঘসময় তিনি নিজের কম্পিউটারে কাজ করেন ।এই বয়সে কি করে একজন একটানা এতক্ষণ কাজ করতে পারে, তিনি তার জ্বলন্ত উদাহরণ । ২২শে ফেব্রুয়ারী গুরুদেব খড়গ্‌পুরে দ্বিতীয় CREST–এর নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ পরিদর্শন করেন (গবেষণা, সাধনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যার প্রথমটি ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরুতে রয়েছে) । তিনি সেখানে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন, তারপর কোলকাতা ফিরে আসেন ও ২৪ তারিখ চেন্নাই রওনা হয়ে যান ।

চেন্নাই

উত্তর ভারতের দীর্ঘ সফর শেষ করে গুরুদেব চেন্নাইতে অবস্থান করেন । সৎকোলে গুরুদেব 'Whispers From The Brighter World - A Second Revelation'– আগামী ৩০শে এপ্রিল প্রকাশের কথা ঘোষণা করেন । ৯ই মার্চ গুরুদেব আবার মানাপাক্কামে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে বলেন, –"এই বইগুলো সহজমার্গের বাইবেল । প্রথম খন্ডটি তোমরা যদি মন দিয়ে পড়ে থাকো, তবে নিশ্চয় দেখেছ যে বার্তাগুলো এই জগতের বাইরের কোনও লোক থেকে এসেছে । তাই তারা 'শ্রুতি'র মর্যাদা তুল্য । 'শ্রুতি' হল প্রকাশমান জ্ঞান, কোনও কানে শোনা জ্ঞান নয়, বা চিন্তা–প্রসূত জ্ঞান নয়, বুদ্ধিজাত নয়, আবার কোনও মানুষের লেখনী নিঃসৃতও নয় । বাবুজী একজন মানুষ ছিলেন । তিনি আবার ঐশীও । এর জন্য কত খরচ হবে, সেদিকে না তাকানোই শ্রেয় ।"

অভ্যাসীদের সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তার সময় দেখা গিয়েছে যে, তাঁর গুরুদেবের বার্তা যাতে সকলের কাছে পৌঁছতে পারে, সেজন্য তিনি কি পরিমাণ চিন্তিত । এমনকি তিনি চাননা যে, একজন অভ্যাসীও এই বই পাওয়া থেকে বঞ্চিত হোক । তিনি বলেন, এই খরচ অতি যোগ্য মানের । তাঁর কথায়, এ এক অতি দুর্লভ মুহূর্ত যখন তিনি সৎসঙ্গ–এর আগে ভাষণ দিচ্ছেন ।

পুনে

১২ই মার্চ গুরুদেব পৌঁছালে, বিপুল সংখ্যক অভ্যাসী বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানায় । মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৭০০ অভ্যাসী পানশিটের SMSF রিট্রিট কেন্দ্রে সমবেত হয় । ১৩ তারিখে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এরপর কিছু ভজন পরিবেশিত হয় । ১৪ তারিখ অভ্যাসীরা সারাদিন ধ্যান, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও গুরুদেবের ডিভিডি ও ভিসিডি উপভোগ করে । ১৫ তারিখ গুরুদেব তাঁর ভাষণে বলেন, "আমি খুবই ভীত ও চিন্তিত এই কারণে যে, আমাদের আশ্রম ক্রমশঃ সহানুভূতি সম্পন্ন আলোচনা, বন্ধুত্ব ও অহেতুক আলোচনার কেন্দ্রে পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে, যেখানে সহজমার্গের পদ্ধতি, দর্শন বিষয়ক আলোচনার স্থান খুবই নগন্য ।" ভাষণের পর তিনি শিশুদের একটা অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং ২–৩০ মিনিটে রিট্রিট থেকে চলে যান । তাঁর এই সফরে তিনি কিছু প্রশিক্ষক প্রস্তুত করেন এবং অনেক অভ্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
গুরুদেবের সফর
মে ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

পানভিল / মুম্বাই

১৫ই মার্চ গুরুদেব পানভিল আশ্রমে পৌঁছালে তরুণী বোনেরা ঐতিহ্যগত পোষাকে সজ্জিত হয়ে তাঁকে স্বাগত জানায় । সফর জনিত ক্লান্তি থাকা সত্বেও বিকেল পাঁচটায় তিনি ১০০০ অভ্যাসীকে নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। অভ্যাসীরা মুম্বাইয়ের নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে সমবেত হয়েছিল। সৎসঙ্গ–এর পর তিনি উদ্যানে কতক পরিভ্রমণ করেন এবং 'সবুজ অঞ্চল' এর উন্মুক্ত আকাশের দৃশ্য উপভোগ করেন। এরপর জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোকে উদ্যানে বসে অভ্যাসীদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেন। ১৬ই মার্চ সকাল ৫–৪৫ মিনিটে গুরুদেব উদ্যানে পরিভ্রমণ করেন এবং উপস্থিত অভ্যাসীদের সঙ্গে কফি পান করেন। সকাল ন'টায় সৎসঙ্গ ও তারপর ভজন পরিবেশিত হয়। দুপুরের পরে গুরুদেব 'সবুজ অঞ্চলে' আমগাছের ছায়ায় একটু বিশ্রাম নেন। একজন অভ্যাসী একটা নুয়ে পড়া আমগাছের ডাল হাত দিয়ে উঠিয়ে গুরুদেবের যাওয়ার পথ সুগম করে দিতে উদ্যত হলে তিনি বলেন, " না, গাছের ডাল ওঠাবার দরকার নেই, ও খুবই কোমল। আমাদের উচিত প্রকৃতির কাছে মাথা নত করতে শেখা"। নারী প্রসঙ্গে কথা উঠলে তিনি বলেন, "বিশেষ করে ভারতে নারীদের জীবন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, দুর্ভোগের শিকার, কারণ তারা আজীবন অধীনস্থ থাকে"। "সবুজ অঞ্চল" থেকে ফিরে আসার সময় তিনি শিশুদের নিয়মানুবর্তীতার প্রশংসা করেন এবং তাদের প্রত্যেককে চকোলেট দেন। একজন চিকিৎসকের প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব বলেন, "যদি তুমি সতত স্মরণে থেকে কাজ করো তবে দেখবে এর ফল লক্ষ–কোটি মানের ভালো" এবং তিনি বাবুজীর কথা উল্লেখ করে বলেন, " সঠিক কাজ করার জন্য আমার অনুমতির দরকার নেই, কিন্তু ভুল কাজ করার অনুমতি আমি কখনোই দেবো না"। রাতে খাওয়ার পর গুরুদেব আশ্রম উদ্যানে বসে সিনেমা দেখেন। স্বাভাবিকভাবে, অভ্যাসীরাও বেশ নিয়মানুবর্তীতার পরিচয় দেয়, যার ফলে গুরুদেব অনেকটা সময় কুটিরের বাইরে অতিবাহিত করেন। নিঃসন্দেহে এ এক শিক্ষণীয় বিষয় যে, স্ব–নিয়মানুবর্তীতা বজায় রাখা ও তাঁকে কতক অবকাশ দেওয়া অভ্যাসীদের ক্ষেত্রে কতটা জরুরী, যাতে তাঁর ইচ্ছামত সঙ্গসুধা লাভ করার সুযোগ ঘটে।

রায়পুর

১৭ই মার্চ গুরুদেব ছত্রিশগড়ের রায়পুরে পৌঁছান এবং সমবেত ১২০০ অভ্যাসীদের নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। গুরুদেব বলেন, "বিশ্বশান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, সুখী জীবন যাপনের জন্য বাবুজী মহারাজ জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, রাত ন'টার বিশ্বজনীন প্রার্থনা আমরা যদি না করি তাহলে এই প্রয়াস কখনোই ফলপ্রসূ হবে না"। ১৮ই মার্চ সকালে তিনি অম্লেশ্বরে মিশনের ৬.৫ একর জমি পরিদর্শন করেন। তিনি সৎ সঙ্গ পরিচালনা করেন এবং ধ্যান কক্ষের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে গুরুদেব বলেন, "এই মূহুর্তে আমি সহজ মার্গ গুরুদের সকলের উপস্থিতি অনুভব করছি। তাঁরা প্রত্যেকে মিশনের আরও একটি আশ্রম গড়ে ওঠার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের কাজ তাঁদের প্রেমসিক্ত আশীর্বাদপুষ্ট উপস্থিতি দিয়ে ধন্য করে তুলতে বিরাজমান। ১৯শে মার্চ সকাল ন টায় তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। বাচ্ছাদের হাতে গড়া কিছু সামগ্রী সেখানে বিক্রি করে সংগৃহীত অর্থ শিশুরা আশ্রম নির্মানের জন্য গুরুদেবের হাতে তুলে দেয়। গুরুদেব উৎফুল্ল হয়ে বলেন যে, বয়স্করাও যদি তাদের অহেতুক খরচ কমিয়ে দিতে পারে তাহলে সে সঞ্চয় এক মহান উদ্দেশ্যে ব্যবহার হতে পারে। তিনি যেখানে ছিলেন সেখানে সন্ধ্যায় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এরপর কোলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

কোলকাতা

২০শে মার্চ গুরুদেব কোলকাতা পৌঁছান । পরদিন সকালে তিনি নির্ধারিত সময়ের আগেই ধ্যানকক্ষে চলে আসেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে ভৌতিক আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর কাছে আসা অভ্যাসীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন: বাবুজী বলতেন, " তোমার মত দু–তিন জন লোক, যারা আমার কাছে আসে তারা অবশ্যই স্থান পাবে, কারণ তোমরা তোমাদের হৃদয়ে আমাকে ধরে রেখেছ। কিন্তু অন্যান্য ভাই–বোনেরা একদমই আমাকে তা করেনা। তারা শুধু আমার কাছে নিতে আসে। আত্মিকভাবে তারা নিতে চায়। আমি তো এই সমগ্র ব্রহ্মান্ড তাদের দিতে চাই, যদি তারা তা নিতে পারে, কিন্তু তার জন্য সঠিকভাবে ধ্যান করতে হবে। একমাত্র একটা সিটিং– এই তা করে দিতে পারি, অথচ তারা আমার কাছে দুঃখ, রোগ, অসুখী অবস্থা নিয়ে আসে এবং আমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে"।

"দেখো? এ তাঁর কাছে খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা, কারণ উজ্জ্বল জগতে তিনি তাঁর গুরুর কাছে কি মুখ নিয়ে যাবেন! নিয়মানুবর্তীতা তো দূরের কথা, বরং এমন সব প্রস্তাব, অনুরোধ এসে পড়ত যা নাকোচ করার পরিবর্তে তাঁকে অনুমোদন করতে হত"। ২৩শে মার্চ তিনি চেন্নাই রওনা হয়ে যান।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
গুরুদেবের সফর
মে ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ভাইজাগ্, অন্ধ্রপ্রদেশ

২৫শে মার্চ গুরুদেব চেন্নাই থেকে বিশাখাপত্তনমে পৌঁছান। প্রায় ছ বছর পর তিনি এই কেন্দ্রে এলেন। ১৫০ জন অভ্যাসী তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে শান্তভাবে জমায়েত হয়। গুরুদেব মধ্যাহ্নভোজের পর আশ্রমের অতিথিশালায় বেশ কিছু সময় বিশ্রাম নেন। সহজমার্গ স্পিরিচুয়ালিটি ফাউণ্ডেশনের নামে তিনি ৯.০৯ একর জমি নিবন্ধিকৃত করেন। বিশাখাপত্তনম্ থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে অভ্যাসীদের জন্য একটা কলোনী গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গুরুদেব বিকেল ৪–৩০ মিনিটে আশ্রমে ৩০০০ অভ্যাসীর মধ্যে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সৎসঙ্গ–এর পর গুরুদেব সহজমার্গ পদ্ধতির স্বয়ংসিদ্ধ পূর্ণতার উপর ভাষণ দিতে গিয়ে বাবুজীর কথা উদ্ধৃত করে বলেন যে, সহজমার্গ পদ্ধতিতে কোনোরকমের সংযোজন ও পরিমার্জনার প্রয়োজন নেই। তিনি অভ্যাসীদেরকে প্রাচীন আচারগত প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে সহজমার্গকে কাজ করার সুযোগ দিতে বলেন যাতে তা পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। শহর থেকে দূরে এক খামার বাড়ীতে গুরুদেব রাত কাটান এবং ২৬শে মার্চ সকাল ১০টায় চেন্নাই ফিরে আসেন।

গুরুদেব ৫ই এপ্রিল **ত্রিচি** পৌঁছান। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আগত প্রায় ৩০০ অভ্যাসী গুরুদেবকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে উপস্থিত হয়। গুরুদেব সকলকে দেখে খুব খুশী হন এবং সেখান থেকে সোজা জানকী ফার্মে চলে যান। তিনি এখানে প্রায় এক সপ্তাহ থাকেন এবং ১২ই এপ্রিল সকাল ৭–৩০মিনিটে ত্রিচির ধ্যানকক্ষে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর তিনি দিন্দিগুল হয়ে তিরুপ্পুর ফিরে যান। মাঝপথে দিন্দিগুলে এক অভ্যাসীর বাড়ীতে গুরুদেব সকাল ১১টা নাগাদ পৌঁছান এবং আধঘন্টা অতিবাহিত করেন। দিন্দিগুল, চিন্নালাপাটি এবং বাট্লাগুণ্ডুর অভ্যাসীরা গুরুদেবকে সাদরে স্বাগত জানায়। চিন্নালাপাটির অভ্যাসীদের দেখে গুরুদেব খুব খুশী হন। ৪০ বছর আগে তিনি এই কেন্দ্রে সূচনা করেন এবং আজ তা নতুনভাবে জেগে উঠেছে।

যাওয়ার পথে, ধারাপুরমে অপেক্ষারত ১২৫ জন অভ্যাসীর সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। দুপুর ১–৩০ মিনিটে তিনি **তিরুপ্পুর** পৌঁছান। পথযাত্রায় ক্লান্ত গুরুদেব দেরীতে মধ্যাহ্নভোজ করেন। একজন অভ্যাসী তাঁর প্রখর রোদে দীর্ঘ যাত্রাপথের কথা বললে তিনি বলেন, "যখন আমরা খুশী থাকি তখন খাবার না খাওয়া কি আরাম না পাওয়া কিছুই মনে দাগ কাটে না"।

সোমবার ডায়মণ্ড জুবীলী পার্কে প্রায় ২৫০০ অভ্যাসী কেরল সহ তিরুপ্পুরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমবেত হয়। প্রায় প্রত্যেক দিনই গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। ১৫ই এপ্রিল বুধবার গুরুদেব উদুমালপেটে প্রস্তাবিত ধ্যানকক্ষের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই ছোট্ট শহরে বিগত দুই দশক ধরে সহজমার্গ খুব সুন্দরভাবে এগিয়ে চলেছে। এক অভ্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব বলেন, "এই শহরে আমি টিটিকে কোম্পানীতে কাজ করার সময় অনেকবার এসেছি"।

এটা একেবারে স্পষ্ট যে, গুরুদেব যেখানেই পরিদর্শনে গিয়েছেন সেখানেই মিশনের কেন্দ্র ও প্রশিক্ষক বর্তমান। তিরুপ্পুরে থাকাকালীন গুরুদেব এক অবসরে দুটো বক্তৃতা রেকর্ড করেন যা ডিভিডি আকারে এই বছর প্রকাশিত হবে।

১৮ই এপ্রিল শনিবার সকাল ১০–৩০মিনিটে গুরুদেব **কৃষ্ণগিরির** উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং ইরোডে মধ্যাহ্নভোজ করেন। বিকেল ৪–৩০ মিনিটে তিনি কৃষ্ণগিরি পৌঁছান। পরদিন সকালে তিনি ৮০০ জন অভ্যাসীর

উপস্থিতিতে ধ্যানকক্ষের উদ্ঘাটন করেন।

বেঙ্গালুরু

১৯শে এপ্রিল রবিবার গুরুদেব কৃষ্ণগিরি থেকে বেঙ্গালুরুতে পরমধাম আশ্রমে পৌঁছান। ঘন লোকবসতির মধ্যে অবস্থিত তাই কর্নাটক ও বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা অভ্যাসীদের আশ্রমে যাওয়ার জন্য পৃথক দিনের ব্যবস্থা রয়েছে।

২০শে এপ্রিল গুরুদেব পাঁচটি বিবাহ সম্পন্ন করেন। তাঁকে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিরুপ্পুরে যেমন তিনি ভিডিও রেকর্ডিং–এ ব্যস্ত ছিলেন, এখানে পরমধামে কিন্তু তিনি ঘুরে ঘুরে সব ঘর পরিদর্শন করেন।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
প্রধান কার্যালয় সংবাদ
মে ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

নতুন প্রকাশনা

ভয়েস্ রিয়েল (মারাঠি)

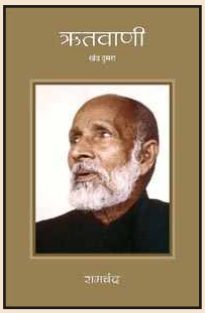

বাবুজী মহারাজের বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও লেখা সম্বলিত এই বই ১৯৮১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্র মহারাজ তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে ও জনসমক্ষে আধ্যাত্মিকতার যেসব তথ্য প্রকাশ করেছিলেন, সেসব এই বইতে স্থান পেয়েছে।।

সহজমার্গ পুস্তিকা

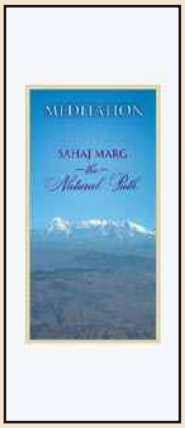

নতুন জিজ্ঞাসুদের জন্য সহজমার্গ ধ্যান ও সাধনা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংক্ষিপ্তরূপে ও সরলভাবে এই পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে । সহজমার্গে যোগদান করতে ইচ্ছুক সকলের জন্য এই পুস্তিকা যথেষ্ট সহায়ক হবে। এতে সহজমার্গের মূল বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং স্থানীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের ঠিকানা দেওয়া আছে । পুস্তিকাটি ইংরাজীতে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং আরও অন্যান্য যেমন হিন্দী, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, বাংলা ও অসমিয়া ভাষাতে আগামী মে ২০০৯ মাসে প্রকাশিত হবে।

সতত স্মরণ এপ্রিল 2009

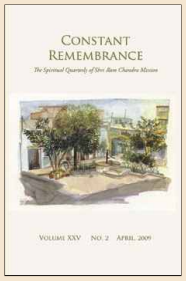

এবারের সংখ্যায় গুরুদেবের বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। বিষয় – কিভাবে তোমার নিজের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বের পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। 'সম্পর্ক গড়ে তোলা'র বিষয়ে পি. আর. কৃষ্ণার লেখা, নির্ধারিত বিষয়ের বিভাগে এবার থাকবে 'কৃতজ্ঞতা'র উপর আলোকপাত । সহজমার্গের বিশ্ব–পরিক্রমায় থাকবে – মধ্যপ্রদেশের ভোপালে আশ্রমের উদ্ঘাটন, কেরলের মালামপুঝায় রিট্রিট কেন্দ্রের উল্লেখ।

হিন্দীতে অভ্যাসী প্রশিক্ষণ শিবির

সাহজাহানপুর আশ্রমে প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধনা প্রশিক্ষণ কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে থেকে কার্য্যক্রম শুরু হয় এবং রবিবার ১২–৩০ মিনিটে তা শেষ হয়।

আগামী দিনের অনিষ্ঠানসূচী :

(১) ৭ – ১২ জুলাই ২০০৯।

(২) ৩ – ৯ আগস্ট ২০০৯।

(৩) ৮ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯।

(৪) ৬ – ১২ অক্টোবর ২০০৯।

আবদনপত্র পাঠাতে হলে:: শ্রী প্রভাত কুমার। পোঃ – বাঁকেগঞ্জ, জিলা – লখীমপুর খেরী। পিন – ২৬২৮০১।

ই–মেইল: prabhatksrcm@gmail.com

ঘোষণা

প্রিয়তম গুরুদেবের ৮৩ তম জন্মদিন উদ্যাপন

২৩শে জুলাই থেকে ২৫শে জুলাই, তিরুপ্পুর, ভারত।

আশা ও সুযোগের আরও এক অধ্যায়

"…. নিজেকে এই জন্মদিন পালনের জন্য তৈরী করো। একটার পর একটা বছর, আমাদের ভাই–বোনেদের হৃদয়ে এই উৎসবের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরও একবার আমার পুত্রের সামনে প্রতিভাত হবে । সে সকলের ভলোবাসা অর্জন করেছে, তার কাজের ফল আমাদেরও আশাতীত । পৃথিবীতে তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট দিনগুলো আমাদের মিশনের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর দীপ্ত প্রভার যোগ্যতার কারণ তিনি নিজেই। তাই এ হেন অসাধারণ অবতারের সশরীরি উপস্থিতিতে আরও একবার সুখী হও।"

– বাবুজী মহারাজ, *Whispers from the Brighter World*

আমাদের প্রিয়তম গুরুদেব তাঁর ৮৩ তম জন্মদিন ভারতের তিরুপ্পুরে পালনের অনুমতি দেওয়ায় আমরা আনন্দিত ও চির কৃতজ্ঞ। আমন্ত্রণ লিপি মিশনের ওয়েব্ সাইটে দেখা যেতে পারে :

http://www.srcm.org/members/24july2009/index.jsp

উৎসবে যোগদানের জন্য নাম নিবন্ধিকরণ, কমফোর্ট ডম্ ইত্যাদি বিষয়েও বিশদ সেখানে রয়েছে। ১৫ই জুন ২০০৯ এর আগে অভ্যাসীদের নাম লিখিয়ে দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে । যেকোন রকম তথ্য জানতে হলে যোগাযোগ করুন : 24july.helpdesk@srcm.org.

SMRTI র কর্মকর্তাদের বিশদ

সহজমার্গ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা SMSF–এর এক শাখা হিসাবে স্থাপিত হয়েছিল। এর কর্মকর্তাদের বিশদ নীচে দেওয়া হল।

ডাঃ কে.এস. বালাসুব্রহ্মনিয়ম. – ডাইরেক্টর, গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়। (sanskritkannan@yahoo.com)

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা রচনা – ললিতা শ্রীনিবাসন।

স্কলারশিপ্ প্রশিক্ষণ – ডলি নিকোলাই।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ – এন. প্রকাশ।

ডাইরেক্টর (ভারতের অন্তর্বর্তী) – এন. পদ্মনাভন্। (padu@srcm.org)

যুব কার্যক্রম (AMC প্রশিক্ষণ)

এস. প্রকাশ

শিশু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ভি. মধুমতি এবং লিয়া রিচ্।

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (আরোহ)

কর্নেল এ. রামকৃষ্ণণ।

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (নিয়মিত)

অনুসূয়া রামচন্দ্রন্।

মূল্যবোধ ভিত্তিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা

সীতা কুঞ্চিতাপাদম্ এবং রঙ্গরাজু মাধুরী।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পুনিতলালভাই, ললিতা রাজাগোপাল, মিসাল মেহতা।

ফ্যাকাল্টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

লিজ্ কিংস্নর্থ।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মে ২০০৯ | কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত | ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

১৫ই থেকে ১৭ই জানুয়ারী সংকোল কেন্দ্র তিনদিনের এক VBSE প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। এর উদ্দেশ্য ছিল উত্তরাখন্ডের জন্য ফ্যাকাল্‌টি তৈরী করা। প্রায় চল্লিশ জনের মত অংশগ্রহণকারী নানা মূল্যবোধ ভিত্তিক পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করে উপস্থিত সকলের সামনে পরিবেশন করেন। এইসব মূল্যবোধ কিভাবে দৈনন্দিন জীবনে আরোপ করা যায় সে বিষয়ে চর্চা করেন। তারা নানান গল্পকথা, ক্রীড়া ও পরীক্ষামূলক উদাহরণ সংগ্রহ করেন, যা মূল্যবোধ বিষয়কে সপ্রমাণ তুলে ধরতে সাহায্য করে। এই কার্যসূচীতে VBSE–র পাঠ্যক্রমের এক বাস্তব রূপায়ণের প্রয়াস উপস্থাপন করা হয়।

এক উল্লেখযোগ্য পরিক্রমা

৫ই জানুয়ারী ২০০৯ USA–র ক্যালিফোর্নিয়ার এলিয়ান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল মনোবিদ্যার ছাত্র বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম পরিদর্শনে আসেন। সহজ মার্গ সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করা ও ব্যবহারিক মনোবিদ্যায় তার প্রভাবের ফল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য তাদের এই পরিদর্শন। প্রথমে, ছাত্রদের সামনে আমাদের অভূতপূর্ব আশ্রম ও LMOIS– এর কেমব্রিজ আন্তর্জাতিক শাখার এক মনোরম চিত্র তুলে ধরা হয়। তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের অভ্যাসীরা যারা তাদের সঙ্গে ছিল, তারা প্রদান করে। ড্রাঃ এ.পি. দুরাই এর সঙ্গে তাদের এক মত বিনিময় অলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ড্রাঃ দুরাই এর সহজমার্গ বিষয়ক সুনিশ্চিত ভাষণ মনোবিদ্যার ছাত্রদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। অতিথিদের মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়ণ করা হয়। তারা আমাদের আশ্রম পরিবেশ বেশ উপভোগ করেন এবং এরপর আরও বেশীদিন সেখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

MBA ছাত্রদের মানাপাক্কাম আশ্রম পরিদর্শন

১৮ই মার্চ তোরাইপাক্কামের ISBR বিজ্‌নেস্ স্কুলের ৬০ জন MBA ছাত্র ও তাদের অধ্যক্ষ শ্রী সত্যপ্রিয় এবং জনাকয়েক অধ্যাপক মানাপাক্কামে বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রম পরিদর্শন করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আয়োজিত এক আলোচনাচক্রে ড্রাঃ এ. পি. দুরাই বক্তব্য পেশ করেন, যাতে তিনি স্ব–ব্যবস্থাপনা, নীতি ও নৈতিকতা প্রসঙ্গে গুরুদেবের শিক্ষা এবং গুরুর ও সহজমার্গ সাধনার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন। ভাষণ চলাকালীন সৃষ্ট পরিবেশে ছাত্ররা একেবারে ডুবে গিয়েছিল, যা তারা প্রশ্নোত্তর পর্বে নিজের মুখে প্রকাশ করেন। তাদের মতামত খুবই ইতিবাচক ও গ্রহণযোগ্য। অধ্যক্ষ ও অন্যান্য অধ্যাপকেরা অভ্যাস শুরু করে দেন। আগত পরিদর্শনকারীদের সাধারণ ও সুস্বাদু খাবারে আপ্যায়ন করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক পুস্তিকাও তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে আরও প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়।

VBSE কার্যক্রম

তামিলনাড়ুর থেনীতে নাদার সরস্বতী কলেজ অব্ আর্টস্ এন্ড সায়েন্স্–এ এক VBSE কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান ডঃ সীতা কুঞ্চিতাপাদম্ ও কোয়েম্বাটুরের ডঃ শুভলক্ষ্মী পরিচালনা করেন। ছাত্রদের জন্য আলোচনার বিষয় ছিল– মূল্যবোধ সম্বলিত জীবন, চরিত্র ও মানসিকতা, স্ট্রেস্ ম্যানেজ্‌মেন্ট্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়, মূল্যবোধ কি কি, নেতৃত্বের গুণাবলী ও মানবজীবনের লক্ষ্য।

B.Ed ছাত্রদের জন্য অতিরিক্ত বিষয় ছিল – 'শিক্ষকদের ভূমিকা' ও 'স্ট্রেস্ ম্যানেজ্‌মেন্ট্'| অধ্যাপকদের জন্য বিষয় ছিল – 'শিক্ষকদের প্রশিক্ষকের ভূমিকা','শিক্ষকের ভূমিকা', 'মূল্যবোধ কিভাবে অনুশীলন করা উচিত', 'স্ট্রেস্ ম্যানেজ্‌মেন্ট্', 'বিশ্রাম', 'ধ্যান এবং চরিত্র নির্মাণ'|

যদিও এই অনুষ্ঠান মূলত অধ্যাপক ও ছাত্রদের জন্য করা হয়েছিল, কিন্তু পরে অশিক্ষক কর্মচারী, গাড়ীচালক ও সহকারীদের জন্যও বিশেষ কার্যক্রম আয়োজন কারা হয়। যদিও প্রথমে কতক প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠান শুরু করা হয়, কিন্তু পরে অংশগ্রহণকারীরা যারপরনাই অনুপ্রাণিত হন। অশিক্ষক কর্মচারী ও গাড়ীচালকদের জন্য প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল,'বালিকা মহাবিদ্যালয়ে পুরুষ গাড়ীচালকের ভূমিকা' ও 'জীবনের মূল্যবোধ'| কিছু পরীক্ষামূলক উদাহরণের বাস্তব উপস্থাপনা উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে।

VBSE–র অধ্যাপক প্রশিক্ষণ, বেঙ্গালুরু

ব্যাঙ্গালুরু ২৮–২৯শে মার্চ। এখানকার বনশংকরী আশ্রমে VBSE–র অধ্যাপক প্রশিক্ষণের দুদিন ব্যাপী কার্যক্রম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। দিনের প্রথমার্ধে অংশগ্রহণকারীদের সামনে VBSE উপস্থাপনার সংক্ষিপ্তসার ও মাহাত্ম তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে সহজমার্গ ও VBSE–র গভীর দিকগুলো দক্ষতার সঙ্গে কি করে উপস্থাপনা করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবী কাজের গুরুত্ব, স্বেচ্ছাসেবীদের প্রকৃত মানসিকতা, ভাষণ দেবার জোরালো দক্ষতা বিষয়েও আলোচনা করা হয়। প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীকে কিছু উপস্থাপনা করতে বলা হয় এবং ভাষণ দানে অভিজ্ঞ ও দক্ষ যারা, তারা এ বিষয়ে তাদের সুনির্দেশ দেন। এই অনুষ্ঠানের পর অংশগ্রহণকারীদের বছরে অন্ততঃ পাঁচটি অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব নিতে বলা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মে ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির, মালামপুঝা

১৪, ১৫ই মার্চ ২০০৯, মালামপুঝা। কেরলের এই রিট্রিট্ কেন্দ্রে দুদিনের এক অতি ফলপ্রসূ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তামিলনাড়ুর নিকটবর্তী অঞ্চল ও ছোটখাট গ্রাম–শহর যেমন ভেলুর, অরণি, পন্ডিচেরী, ভিজুপ্পুরম, হোসুর, কৃষ্ণগিরি, ধর্মপুরি, হারুর, ত্রিচি ও কারুর থেকে ৩৭ জন প্রশিক্ষক এই শিবিরে যোগ দেন। নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর এক মতবিনিময় আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। 'প্রত্যুষে সত্য', 'প্রিসেপ্টর্ গাইড', 'হুইস্পার্ ফ্রম্ দ্য ব্রাইটার্ ওয়ার্ল্ড' থেকে আলোচনা বিষয় উদ্ধৃত করা হয়।

সহজমার্গ প্রিন্সিপ্ল্স্ এন্ড প্র্যাক্টিস্ – রাজেশ রাথোড়।
প্রিফেক্টস্ রোল, রেস্পন্সিবিলিটি এন্ড ফাংক্শন্ – এন. প্রকাশ।
হুইস্পার ফ্রম্ দ্য ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড – এক স্বর্গীয় উপহার ২ বি জি প্রসন্ন।
প্রিফেক্টস্ ওয়ার্ক, ক্ল্যারিফিকেশন্ – জি রাজাভেল।
সহজমার্গ ফ্যামিলি – ইজ্হিলারাসি।
উপসংহারীয় মন্তব্য – ভগিণী কামাক্ষি নটরাজন।

ভ্রাঃ সি. রাজাগোপালন্ সমগ্র অনুষ্ঠানের পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এবং সবশেষে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত মূল্যবান অভিব্যক্তি পোষণ করেন। আত্মপরিবর্তনের মাধ্যমে অপরকে পরিবর্তনের উৎসাহ দেবার উপরেই বিশেষ করে জোর দেওয়া হয়। একটা বিষয় স্পষ্ট যে, আমরা যদি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসতে আগ্রহী হই এবং নিজেদের ইচ্ছাশক্তি নিষ্ঠাসহকারে প্রয়োগ করি, তাহলে তা নিঃসন্দেহে আমাদের গুরুদেবকে খুশী করতে সক্ষম হবে।

৫ই এপ্রিল ভোপাল কেন্দ্র এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে ইন্দোরের আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি ভোপালের অভ্যাসীদের কাছে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে। দু–বছর আগে গুরুদেব আশ্রমের সম্পত্তি সুরক্ষার জন্য এই কমিটি তৈরী করে দেন। এতে ZIC, CIC ও আশ্রম ম্যানেজার সহ মোট পাঁচ জন সদস্য রয়েছে। AMC বিষয়ে এখানকার অভ্যাসীদের যেহেতু কোনও ধারণা ছিল না, তাই এই অনুষ্ঠান খুবই সহায়ক হয়। ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ কিভাবে সকলের সহায়তায় করিয়ে নিতে হয়, সে ব্যাপারে সম্যক ধারণা স্পষ্ট হয়ে যায়। ভ্রাঃ রামাকান্ত আগরওয়াল, ভ্রাঃ রাজেশ রাভেরকর উভয়ই AMC সদস্য হিসেবে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

সোলাপুর আশ্রম

২৯শে মে ২০০৮এ মহারাষ্ট্রের সোলাপুরের আকালকোট রোড থেকে ৫ কিমি দূরে ১.৫ একর জমি কেনা হয়েছিল। ১৫ই এপ্রিল ২০০৯ ভূমি কাটা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। উৎসুক ও আগ্রহী হৃদয় অভ্যাসীরা সকাল ৬টায় আশ্রমের জমিতে সমবেত হয় এবং ৬.৩০মিনিটে ৬০ জন অভ্যাসী সৎসঙ্গ করেন।

আশ্রমের জমিতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে অভ্যাসীরা খুবই প্রীত ও উৎফুল্ল। জমি সমান করা, গাছ লাগানো, ইত্যাদি নানান উন্নয়নমূলক কাজে সকলে প্রাণ ঢেলে নিজেদের নিয়োজিত করে।

কর্ণাটক দক্ষিণ অঞ্চল

দক্ষিণ কর্ণাটকের মালনাদ অঞ্চলের ক্রমশ বেড়ে ওঠা অভ্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ZIC ভ্রাঃ শরৎ হেগড়ে সহ তিনজন প্রশিক্ষকের একটি দল সফরে যায়। ২৭শে মার্চ কানাড়া নতুন বছর– 'উগাদি'–র দিন তারা ব্যাঙ্গালুরু থেকে রওনা হয়ে প্রথমে টুমকুর ও পরে তিপতুর (এখানে আমাদের আশ্রম রয়েছে) যান। ভ্রমণরত দলটি কাদুরে পৌঁছালে তারা এক অভ্যাসী পরিবারকে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়, কারণ তারা কোন প্রশিক্ষকের উপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র গুরুদেবের উপর আস্থা ও নির্ভরতা রেখে দীর্ঘ কয়েক বছর অভ্যাস করে চলেছে। এই অভ্যাসী পরিবার কদাচিৎ ৪০ থেকে ৭০ কিমি পথ অতিক্রম করে সৎসঙ্গ ও ব্যক্তিগত সিটিং নিতে যায়। আরও আশ্চর্যের বিষয় হল পরিবারের বৃদ্ধ পিতা তার দৃষ্টিশক্তি হারানো সত্ত্বেও শুধুমাত্র ইতিবাচক মানসিকতা সম্বল করে নিজের তত্ত্বাবধানে একটা ছোট দোকান চালাচ্ছে।

সিমোগাতে রাত কাটিয়ে দলটি হোসানাগারার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়, যেখানে মালনাদ বনভূমির ঘনত্ব গভীর হতে শুরু করে। ভ্রাতা অনন্তরামের পরিবার ব্যক্তিগত সিটিং নেয়। নিকটবর্তী ছোট হাম্চা গ্রামের এক অভ্যাসী বোন তার ওখানে যাবার জন্য দলটিকে আমন্ত্রণ জানায়। প্রশিক্ষকদের দেখতে পেয়ে তিনি খুবই মুগ্ধ হন এবং তিনমাস অভ্যাস করে তার নিজের পরিবর্তন যা তিনি লক্ষ্য করেছেন তা সকলের সামনে ব্যক্ত করেন। তিনি গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই অঞ্চলের আরও দুটি ছোট শহর তির্থহাল্লি ও কোপ্পাতে অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করে দলটি চিক্মাগালুরে সন্ধ্যায় পৌঁছায়। শেষের দিন চিক্মাগালুরে সৎসঙ্গ দিয়ে শুরু হয়। হাসানে একটা ছোট অভ্যাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে দেখা করে দলটি ব্যাঙ্গালুরুতে ফিরে আসে।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মে ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

গত দু'মাসে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও মত বিনিময় আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রের নিজস্ব চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী এই কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়। ফলে অভ্যাসীরা নিজেদেরকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে ও পদ্ধতির বিষয়ে নতুন সম্যক বোধগম্যতা অর্জন করতে পেরেছে।

রাণীক্ষেত কেন্দ্র আয়োজিত গত ৯ই ফেব্রুয়ারী এক যুব কার্যক্রমের বিষয় ছিল, 'গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক'। কিভাবে নিজেকে গুরুদেবের সঙ্গে যুক্ত করেছে সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেন। তারা এক ক্রীড়াতে অংশ নেন, যেখানে সাধনা ও সহজমার্গ বিষয়ক ২০টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। এই অনুষ্ঠান অভ্যাসীদের সহজমার্গকে ভালো করে বুঝতে সাহায্য করে।

উত্তরাখন্ডের পিথোরাগড় কেন্দ্রে গত ১০–১১ই মার্চ দুদিনের এক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অনেক অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান সহজমার্গের পরিচিতি দিয়ে শুরু হয়, এরপর প্রার্থনা, ধ্যান এবং সাফাই এর উপর আলোচনা চলে। এরপর অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় চরিত্র নির্মাণ, সমাজে অভ্যাসীর ভূমিকা এবং জনমানসে সহজমার্গের সচেতনতা বিষয়ক অলোচনা তুলে ধরা হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে গুরুর ভূমিকা, ভ্রাতৃত্ববোধ, সতত স্মরণ ইত্যাদি বিষয়ের অলোচনা হয়। প্রশিক্ষণের পরদিনই অভ্যাসীরা এর ফল উপলব্ধি করতে শুরু করে। রাতের ন'টার প্রার্থনা নিষ্ঠাসহকারে করার জন্য তারা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী নতুন অভ্যাসীদের জন্য কাশীপুরে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। প্রায় ৬০ জন অভ্যাসী অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল নতুন অভ্যাসীরা যাতে সহজমার্গ সাধনার বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে পারে। সহজমার্গ সাধনার মূল বিষয়গুলি যেমন প্রার্থনা, ধ্যান ও সাফাই – এই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। আলোচনা প্রশ্নোত্তর পর্ব দিয়ে শেষ হয়। 'সতত স্মরণের' উপর আয়োজিত আর এক আলোচনা চক্রে প্রায় ৫০ জন অভ্যাসী অংশ নেয়। এই বিষয়ের উপর সুচারু আলোকপাত 'চিন্তা' ও 'সতত স্মরণের' মধ্যে পার্থক্যকে স্পষ্ট করে দেয়। প্রশ্নোত্তর পর্ব অভ্যাসীদের মধ্যে এক স্বতঃস্ফূর্তভাব এনে দেয়।

গোয়ালিয়র থেকে ৭০ কিমি দূরে ডাটিয়া কেন্দ্রে গত ২৯শে মার্চ এক কর্মশালার আয়োজন করা হয় যাতে ১০ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। কর্মশালার আলোচ্য বিষয় ছিল "মিশনের প্রগতিতে আমি কিভাবে অংশ নিতে পারি"? অনুষ্ঠান শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় যে, সতত স্মরণে থেকে স্বেচ্ছাসেবী কাজের মাধ্যমে অপরকে উৎসাহিত করে মিশনের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখা যায়। অনুদান দেবার মাধ্যমেও গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক অন্যতম উপায়।

গোয়ালিয়রের কাছে শিবপুরী কেন্দ্রে গত ২২শে মার্চ এক বিশেষ অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এতে ২৩ জন অভ্যাসী যোগদান করেন, যারা রবিবারের সৎসঙ্গে নিয়মিত আসেন না। দেখা গিয়েছে যে, সাধনা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকাই এর অন্যতম কারণ। প্রশিক্ষকরা অভ্যাসীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। তাঁর আশীর্বাদে ১০ জন অভ্যাসী পুনরায় অভ্যাস শুরু করেন। এই অধিবেশনে এও স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে যে, অন্ততঃ প্রথম ছয়মাস নতুন অভ্যাসীদের প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া উচিত যাতে পদ্ধতি বিষয়ে তাদের পরিষ্কার ধারণা জন্মে এবং নিয়মিত অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হয়।

ফেব্রুয়ারীতে গুরুদেবের সফরের পর, ইন্দোর কেন্দ্র নতুন অভ্যাসীদের জন্য এক অধিবেশনের আয়োজন করে। সাধনার বিভিন্ন দিক ও সহজমার্গের খুঁটিনাটি বিষয় বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়। এখানে নতুন ও পুরানো অভ্যাসীদের মধ্যে প্রচুর মত বিনিময় হয়।

১৫ই মার্চ জয়পুরে মারওয়াড়ী ভাষায় এক অর্ধদিবস কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যাসীদের পরিচয় দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সহজমার্গের মূল বিষয় যেমন, ধ্যান, সাফাই ও প্রার্থনার উপর আলোকপাত করা হয় এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ছেদ টানা হয়। এই প্রথম স্থানীয় ভাষায় এই ধরণের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হল। আশেপাশের গ্রাম থেকে আসা অভ্যাসীরাএই কার্যক্রমের ফলে খুবই উপকৃত হন, তাদের মতে সহজমার্গকে সঠিকভাবে বুঝে উঠতে এই সমাবেশ যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ৩০ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং প্রত্যেক ২–৩ মাস অন্তর এ হেন কার্যক্রম চালু রাখতে অনুরোধ করেন।

মন্দির নগরী দ্রাক্ষারামন, কাঁকিনাড়ার (অন্ধ্রপ্রদেশ) এক প্রান্ত কেন্দ্র। এখানে ৩৫ জন অভ্যাসী আছে। ৫ই মার্চ এখানে সহজমার্গের মূখ্য উদ্দেশ্য ও অভ্যাসের উপর এক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয় যাতে অভ্যাসীদের মধ্যে এই বিষয়ে সম্যক ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে দানা বাঁধে। কেন্দ্র সহযোগী ভ্রাঃ ভি শিবরামের বাড়ীতে কাঁকিনাড়া CIC এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এই কেন্দ্রে এহেন অধিবেশন প্রথম অনুষ্ঠিত হল। চিরপরিচিত মন্দির নগরীতে সহজমার্গের দ্বার উন্মুক্ত হওয়ার এই হল প্রাথমিক পদক্ষেপ।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মে ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

৯ই এপ্রিল **কাশীপুরে** ৩০ জনের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক মুক্ত আলোচনা চক্রে মানব অস্তিত্বে প্রকৃত লক্ষ্যের প্রয়োজন, মনের নিয়ন্ত্রণ, ভারসাম্যযুক্ত অস্তিত্বের গুরুত্বের উপর আলোচনা করা হয়। আলোচনার পর কথোপকথনের ছলে প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পন্ন হয়। দেখা গিয়েছে এই ধরণের মুক্ত আলোচনা চক্র বেশ ফলপ্রসূ কারণ এর ফলে শ্রোতারা প্রাণখুলে তাদের যা কিছু জানার তা জেনে নিতে পারে এবং সংগঠকরাও উৎসাহভরে এগিয়ে আসে।

২১শে মার্চ **ব্যাঙ্গালুরুতে** 'সহজমার্গ ধ্যান' এর উপর পরমধামে এক মুক্ত আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। ২০০৮ এর নভেম্বরে আশ্রম উদ্‌ঘাটনের পর এই প্রথম এখানে জনসাধারণের জন্য অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। এক সপ্তাহ আগে পাঠানো আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ৮০ জন অতিথি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। ধ্যানের প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করে ভ্রাঃ সুব্রমনিয়ম শঙ্করণ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এর পরবর্তী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের দশ মিনিট চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে বলা হয়। এরপর 'আমেরিকানদের দৈনন্দিন জীবনে ধ্যান ও আধ্যাত্মিকতা'র উপর গুরুদেবের একটা DVD চালিয়ে দেখানো হয়। এই প্রসঙ্গে ভ্রাঃ সুব্রমনিয়ম 'সহজমার্গ ধ্যান' এর উপর নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিষয়টিকে সরলভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হন। অংশগ্রহণকারীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আন্তরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে অভ্যাসীদের কাছ থেকে তাদের সবরকম জিজ্ঞাসা পরিষ্কার করে নেন। সবশেষে বেশ কিছু লোক ধ্যান শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

গুলবর্গার পূজ্য দোদাপ্পা আপ্পা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গত ৯ই মার্চ এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল – 'মন নিয়ন্ত্রণের মাধমে পরিপূর্ণতা অর্জন করা'। ডঃ গজেন্দ্র সিং এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ কক্ষে পূর্ণ নীরবতার মধ্যে গভীর প্রাণাহুতি সকলেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এরপর কতক প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে এবং শেষে পাঁচজন ছাত্র অভ্যাস শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

SBM অফিসার ক্লাবে ১২ই মার্চ **হুবলি** কেন্দ্র এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। ধ্যানের সুফল বিষয়ে সকলকে অবগত করানোর এ এক অবকাশ পাওয়া যায়। ভ্রাঃ জি এস কামাথ ও ভঃ গীতা কামাথ মিশন ও ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক চাপ লাঘবের কথা ব্যক্ত করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাথমিক পুস্তিকা সংগ্রহের বেশ উৎসাহ দেখা যায়।

মুম্বাই

মুম্বাইতে কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বৈদ্যুতিক প্রশিক্ষণ সংস্থায় গত ৭ই এপ্রিল শিক্ষানবিশদের মধ্যে সহজ মার্গ ধ্যানের পরিচিতির এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আশিজন শিক্ষানবিশ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ভ্রাঃ তুষার প্রধান দৈনন্দিন জীবনে আধ্যাত্মিকতা ও ধ্যানের গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন। সহজমার্গ সাধনার বিভিন্ন দিক এবং প্রাণাহুতি কিভাবে ব্যক্তির পরিবর্তনে সাহায্য করে সে বিষয়ে ভ্রাঃ বিশ্বাস টিলু ভাষণ দেন। ভ্রাঃ শ্রীধর থোড়া গুরুদেবের ভিডিওর একটা ছোট অংশ চালিয়ে দেখান যাতে নতুন অভ্যাসীদের কাছে সহজমার্গ বিষয়ে গুরুদেবের বক্তব্য পরিবেশিত হয়। শ্রোতারা যেহেতু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছিলেন তাই তাদেরকে প্রশিক্ষকদের ঠিকানা দিয়ে দেওয়া হয় যাতে যে কোনও সহায়তা তারা পেতে পারেন। সংস্থা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক মাসে তাদের নতুন শিক্ষানবিশ দলের জন্য এই ধরণের কর্মশালা আয়োজন করার অনুরোধ করেন।

রুর্‌কি

২৯শে মার্চ ২০০৯এ রুর্‌কি আশ্রমে এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মিশনের ব্যানার দেওয়া হয়েছিল এবং আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে আমন্ত্রণপত্র বিলি করা হয়েছিল। সমাবেশে ১৫০জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভ্রাঃ জ্ঞানেশ্বর সারীন ও ভঃ ছবি শ্রোতাদের সবরকম প্রশ্নের জবাব দেন। অধিবেশনে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সমগ্র শ্রোতারা সেদিনের বাতাবরণে একেবারে ডুবে গিয়েছিল এবং তারা সাধনা শুরু করার ব্যাপারে জানতে বেশ আগ্রহী ছিল। প্রায় ১৩জন নতুন অভ্যাস শুরু করে। প্রবলবর্ষণ উপেক্ষা করেও যে জমায়েত হয়েছিল, তার উল্লেখ করতে স্থানীয় সংবাদপত্রও দ্বিধা বোধ করেনি।

সোনওয়াদি, মহারাষ্ট্র

২৪শে ফেব্রুয়ারী, মহারাষ্ট্রের সোনওয়াদিতে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সোনওয়াদি ও লাসুর থেকে ৪০জন অভ্যাসী এতে অংশ নেন। ভ্রাঃ ডঃ গিরজে সকালের অধিবেশন শুরু করেন এবং সহজ মার্গের মৌলিক বিষয় ,প্রার্থনা ও ধ্যানের উপর ব্যাখ্যা করেন। এরপর ভ্রাঃ চৌহান এবং ভ্রাঃ চিতে রাজযোগ ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপর বক্তব্য পেশ করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য এক মুক্ত আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। সেখানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সহজ মার্গ ধ্যানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। কিছু অভ্যাসী তাদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করেন। প্রত্যেকের সুবিধার জন্য অনুষ্ঠান হিন্দি ও মারাঠী ভাষায় পরিচালনা করা হয়। মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ে স্থানীয় সোনওয়াদি পাঠশালায় এক ঘন্টার এক অধিবেশন রাখা হয়। সন্ধ্যা ৬টায় সৎ সঙ্গ–এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
আঞ্চলিক কার্যক্রম
মে ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

এ.পি. দক্ষিণ অঞ্চল

যুগ্ম সম্পাদক এ.পি.দুরাই ও ZIC (Zone-1-B) ভ্রাঃ গঙ্গাধর একযোগে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী যেমিগানুর ও কুরনুল পরিদর্শন করেন। যেমিগানুরে ভ্রাঃ দুরাই ৪০জন অভ্যাসীকে নিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । ভ্রাঃ গঙ্গাধরদের পারিবারিক ট্রাস্ট পরিচালিত একটা ইংরাজী উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন । ৯০০ ছাত্র–ছাত্রীদের NCC প্যারেড ভ্রাঃ দুরাই পর্যালোচনা করেন । তিনি ছাত্রদের জীবনে গুরুদেবের শিক্ষাগুলি ব্যক্ত করেন। সেখানে VBSE কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয় এবং ছাত্ররা মিশনের প্রার্থনা দিয়ে স্কুল শুরু করতে সম্মত হয় । এরপর ভ্রাঃ দুরাই ভ্রাঃ গঙ্গাধরদের আরও একটি পারিবারিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন যেখানে ১২০জন গরীব শিশুকে বিনামূল্যে শিক্ষা ও আহারের নিয়মিত ব্যবস্থা আছে । কুরনুলে তিনি ১৮০জন অভ্যাসীকে নিয়ে সৎসঙ্গ করান । এরপর মধ্যাহ্নভোজ এবং সবশেষে প্রশ্নোত্তরপর্ব । সন্ধ্যার সৎসঙ্গে ২৮০জন অভ্যাসী উপস্থিত ছিলেন। আরও এক প্রশ্নোত্তরপর্বে গুরুদেবের শিক্ষা থেকে জবাব দেওয়া হয় । এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হয়, যেমন– গুরু ও প্রশিক্ষকের সঙ্গে সম্পর্ক, ভৌতিক জীবনের ব্যথা–বেদনাকে কিভাবে দেখা উচিত, স্বেচ্ছাসেবী কাজ, শিশুকেন্দ্র, মিশনের গুরুত্বপূর্ণ বই, সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ইত্যাদি। অভ্যাসীরা এই অর্ধদিবস অধিবেশনে প্রবল উৎসাহে যোগদান করে।

শিশু–শিবির কেন্দ্র, মুম্বাই

১০–১২ই এপ্রিল ২০০৯। দুদিনের আয়োজিত সহজ কৌতুক শিবিরে ৫৩জন শিশু যোগদান করে । ৯–১৩ বছর বয়সের শিশুরা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে । গুরুদেবের পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধ স্বেচ্ছাসেবীরা দারুণভাবে এই কৌতুক–রস শিবিরের পরিকল্পনা করেন এবং সেইসঙ্গে মূল্যবোধ–ভিত্তিক কার্যক্রমও যুক্ত ছিল।

শিশুদের ছ'টি দলে ভাগ করে দেওয়া হয় : প্রেম, ধৈর্য্য, সহনশীলতা, রক্ষণাবেক্ষণ, সুখী ও সাহস। রেলওয়ে সময় সারণী ভিত্তিতে এক আকর্ষণীয় খেলার মাধ্যমে দেখানো হল – কি করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর 'একযোগে বাঁধা ঘন্টার ধ্বনি', শিশু–সৃষ্টিধর্মী কাজের নিদর্শন হিসাবে তুলে ধরা হয়, । শিশুরা নিজেরাই স্যান্ডউইচ্ বানিয়ে খায়। গল্প, পাঠ ও খো–খো খেলা দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়। রাতে খাওয়ার পর শিশুদের উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হয় টেলিস্কোপে আকাশের তারা দেখানোর জন্য। ১১ই এপ্রিল শিশুদের যোগাসনের অধিবেশন হয়। পেশাদার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ার আনন্দ তারা খুব উপভোগ করে। মধ্যাহ্নভোজের পর উপর থেকে গড়িয়ে পড়ার অভিজ্ঞতার উপর লেখা ও অন্যান্য ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শিশুদের জন্য এক মূল্যবোধভিত্তিক 'পাওয়ার–পয়েন্ট' উপস্থাপনা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। উদ্যানে কতক গানবাজনার আয়োজন ও সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

রবিবার সকালে শিশুরা 'সবুজ অঞ্চল' পরিদর্শন করে নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে শেখে। এরপর কতক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষামূলক উপস্থাপনা, যা মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষায় সম্পৃক্ত; যেমন একটা উদাহরণ হল প্রয়োজন ও চাহিদার খেলা। এরপর শিশুরা এক কুইজে অংশ নেয়। কুইজের বিষয় ছিল সাধারণ জ্ঞান, বিজ্ঞান, পৌরাণিক ও সহজমার্গের মূল বিষয়। মধ্যাহ্নভোজের পর অভিভাবকদের জন্য ১ ঘন্টার অধিবেশন রাখা হয়। এরপর শিবিরের সমাপ্তি ঘটে।

অভ্যাসী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, মুম্বাই

মুম্বাই এর বিভিন্ন জায়গায় নতুন অভ্যাসীদের জন্য পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম থেকে অভূতপুর্ব সাড়া পাওয়া যায় এবং অভ্যাসীদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয় । নিউ পানভেলের বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯, দুদিনের এক 'প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম'– এর আয়োজন করা হয় । মালেগাঁও থেকে ২ জন অভ্যাসী সহ মোট ৪০ জন অভ্যাসী এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

১৮ ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯, শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের দুদিনের মুম্বাই পরিদর্শন অভ্যাসীদের প্রবল উৎসাহিত করে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারী এক স্বর্গীয় পরিবেশে সৎসঙ্গ দিয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

প্রথম দিন সাধনার প্রাথমিক ধারণার উপর অলোচনা করা হয় । অভ্যাসীদের সম্যক ধারণার সুবিধার্থে অনুষ্ঠান একযোগে ইংরাজী ও হিন্দীতে পরিচালনা করা হয়। 'জীবনের লক্ষ্য', 'বিভিন্ন পথ ও উপায়' এবং 'গুরুদেব'– এসবের উপর বিভিন্ন গ্রুপে আলোচনা করা হয়। অভ্যাসীদের বাবুজী মহারাজের "প্রত্যুষে সত্য" বইটি কার্যক্রমের আগেই পড়ে নিতে বলা হয়, যাতে একই বিষয়ের উপর আলোচনা ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে ব্যাপারগুলো অভ্যাসীদের কাছে সম্যক বোধগম্য হয়ে ওঠে। এরপর 'গুরুদেব, মিশন ও প্রাত্যহিক দিনলিপি লিখন'– এর উপর এক উপস্থাপনা করা হয় । অভ্যাসীরা কার্যক্রমান্তে দিনের শিক্ষা হিসাবে স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্বেচ্ছাসেবী কাজে এগিয়ে আসে ও দিনলিপি লিখতে আগ্রহান্বিত হয়।

২য় দিনের কার্যক্রম সৎসঙ্গ দিয়ে শুরু হয় । এরপর 'সতত স্মরণ', 'জীবনের লক্ষ্য' ও 'দ্রুত প্রগতির উপায়'– এর উপর এক বক্তব্য রাখা হয় । সহজমার্গের দশটি নীতি ও নিয়মাবলীর উপর আলোচনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ।

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®
ইকোজ ইন্ডিয়া
জ্যোতির্বিন্দু
মে ২০০৯ কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা

রাইচুর আশ্রম, কর্নাটক

পূজ্যশ্রী বাবুজী মহারাজকে দান করা জমির উপর গড়ে ওঠা এই আশ্রম প্রাচীন নির্মাণশৈলীর নিদর্শন। শহরের প্রাণকেন্দ্রে গড়ে ওঠা এই আশ্রমে প্রায় ২০০ জন অভ্যাসীর থাকা খাওয়ার সবরকম ব্যবস্থা আছে। গুলবর্গার স্থাপত্যকার শ্রী এল টি চ্যবনের কথায় সামনের উঁচু অংশ হাত উঁচু করে আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিকে আমাদের যাত্রা সূচিত করে অর্থাৎ, "অনন্তের দিকে"।

১৯৭০ সালের ১৬ই জানুয়ারী শ্রদ্ধেয় বাবুজী মহারাজ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং এই আশ্রম তাঁর বিশেষ দিব্যকরুণাপুষ্ট যা অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়।

প্রায় ২৮৩০০ বর্গফুট (১৯৫ ফুঃ x ১৪৫ ফুঃ) জমিতে ১৪০ ফুঃ x ১০০ ফুঃ ভিতের উপর প্রয়োজন অনুযায়ী ধাপে ধাপে এই আশ্রম গড়ে ওঠে।

সুদৃঢ় প্রাচীর ঘেরা পরিবেশে শক্ত কালো পাথরে তৈরী এই নির্মাণকার্য।

৭০এর দশকে কতিপয় আশ্রমের মধ্যে এ ছিল সবচেয়ে বড় মাপের। বড় আকারের ধ্যানকক্ষ ৭০ x ৩০ ফুঃ মাপের এবং চাপ লাঘবকারী বিমের উপর অবস্থিত, যা নিঃসন্দেহে কারীগরী দিক দিয়ে মজবুত ও ফাটলের সম্ভাবনা রহিত। হলের একদিকে উঁচু মঞ্চও সুন্দর ব্যালকনি রয়েছে।

এছাড়া অনেক ঘর ও বহুশয্যাবিশিষ্ট হলঘর বর্তমান। সম্প্রতি হলঘরকে গুরুদেবের থাকার মত সবরকম রূপান্তর করা হয়েছে। বড় ধরণের সমাবেশের জন্য আলাদা রান্না ও খাওয়ার জায়গার ব্যবস্থা আছে। চারপাশে সবুজ ঘেরা এই আশ্রমটির পিছন দিকে সম্প্রসারণের সুবিধা রয়েছে অথবা প্রয়োজনে ঐ মুক্ত অঙ্গনে দাঁড়িয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

রাইচুরে মানিক প্রভু মন্দির রোডে LVD কলেজের কাছে আশ্রমটি অবস্থিত। শহরে বাস, ট্রেন যোগাযোগ অতি সুন্দর, যেহেতু তা মুম্বাই–চেন্নাই ও ব্যাঙ্গালুরু–মুম্বাই রেল সড়কের উপর অবস্থিত। রেল স্টেশন ও বাসস্ট্যান্ড থেকে ৪ কিমি দূরে নানা শিক্ষা–প্রতিষ্ঠানে পরিবেষ্টিত অঞ্চলে আশ্রমটির অবস্থান।

২০০৬ সালের মে মাস থেকে আশ্রমটি সরাসরি মিশনের তত্ত্বাবধানে চলে আসে এবং তখন থেকে অনেক প্রশিক্ষণ ও ভাণ্ডারা সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জম্মু–কাশ্মীরে নিবন্ধীকরণ

গুরুদেবের অসীম কৃপায় শ্রীরামচন্দ্র মিশন সম্প্রতি জম্মু–কাশ্মীর রাজ্যে নিবন্ধিকৃত হয়েছে।

The Spiritual Hierarchy Publication Trust

নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে এই ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে।.

বিজয় কুমার ভট্টর – ম্যানেজিং ট্রাস্টি।

রাজেশ রাথোড় – সম্পাদক।

প্রবীন দাগ্‌দি – কোষাধ্যক্ষ।

সন্তোষ কুমার খান্‌জি – ট্রাস্টি ।

ডঃ উমা প্রভু – ট্রাস্টি ।

৩১শে মার্চ ২০০৯ থেকে SRCM ও SMSF আর কোনোরকম প্রকাশনার দায়িত্বে থাকবে না। সবরকম প্রকাশনা এই নবনির্মিত ট্রাস্ট 'The Spiritual Hierarchy Publication Trust' এর দায়িত্বে ন্যস্ত থাকবে, যাকে মিশন ও ফাউন্ডেশন প্রয়োজনীয় লাইসেন্স দেবে। *

To subscribe to this Newsletter please visit http://www.srcm.org/centers/as/in/newsletter/index.jsp
For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org

© 2009 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved.
"Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.
This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM.